৯ আগস্ট, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুতুবদিয়া প্রশাসন, স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্ধ ও নাগরিক সমাজের সেমিনার

পানি উন্নয়ন বোর্ডকে স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ হতে হবে

আজ ৯ আগস্ট ,সকাল ১০.৩০ মিনিটে কুতুবদিয়া উপজেলার অফিসার্স ক্লাবে ''টেকসই বাধঁ নির্মান ও সরকারের সাথে জনগনের অংশগ্রহন ''শীর্ষক সেমিনারটির আয়োজন করেন গ্রীনবেল্ট ট্রাস্ট, কুতুবদিয়া উন্নয়ন ফোরাম, কুতুবদিয়া বাচাঁও আন্দোলন,কুতুবদিয়া সমিতি, কুতুবদিয়া প্রেস ক্লাব ও কোস্ট ট্রাস্ট। সেমিনারে উপস্থিত বক্তারা বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ হতে হবে । সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি জানাব শফিউল আলম এবং সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের মোস্তফা কামাল আকন্দ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপকূলীয় এলাকাকে রক্ষা করা জন্য কনক্রিট বাধের মতো স্থায়ী-টেকসই ব্যবস্থার দাবি করেন এবং উপকূলের জমি রক্ষা এবং এই এলাকার মানুষদেরকে বন্যা-জোয়াভাটার হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ বরদ্দ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানানো হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অবস্থানপত্র তুলে ধরেন কোস্ট ট্রাস্টের সমন্বয়কারী জনাব জিয়াউল করিম চৌধুরী । জনাব জিয়াউল করিম, এই অবস্থান পত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপন করা হয়, এগুলো হলো: (১) নেতিবাচক সমালোচনা না করে জন অংশগ্রহন ও পজেটিভ এনগেইজমেন্টে ঠিকাদার, প্রকৌশলী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভাল কাজ আদায় করা। (২) প্রত্যেক মাসে উপজেলা প্রশাসনের নিকট সমাপ্ত কাজের ফিরিস্তি প্রকাশ করা।(৩) উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভায় কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।(৪) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কাজের অকুস্থলে সাইনবোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা।(৫)কাজের বিবরন (বাজেট, উপকরণ, পরিমাপ, সময় ইত্যাদি) সমেত সাইনবোর্ড স্থাপন।(৬)অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ করা যাবে তার মোবাইল নাম্বারটি জানিয়ে দেওয়া ।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবদিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সালেহিন তানভির গাজী। সভায় অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আ স ম শাহরিয়ার চৌধুরি, দক্ষিন ধুরং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ছৈয়দ আহমদ চৌধুরী, লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আকতার অহমদ চৌধুরী, মহিলা ভাইচ চেয়ারম্যান জনাব মেহেরুন্নিচা খানম।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব নজরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবদিয়া সমিতি ও কুতুবদিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব আ ন ম শহিদউদ্দিন ছোটন।

লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আকতার আহমদ বলেন, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বাধঁ নির্মান করলে স্থায়ী বেড়ি বাধঁ নির্মান সম্ভব।
দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ছৈয়দ আহমদ চৌধুরী বলেন, মাটি কাটার শ্রমিক দিয়ে বেড়িবাধঁ নির্মান করলে উক্ত বাধঁ স্থায়ী হবেনা। তাই তিনি প্রয়োজনে আরো দেরি করে হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে একটি শক্তিশালী বেড়িবাধঁ নির্মানের পক্ষে মত দেন।
উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আ স ম শাহরিয়ার চৌধুরী বলেন, একমাত্র কাবিকার মাধ্যমে যদি বেড়িবাধঁ নির্মান করা হয় তাহলে সেটি স্থায়ী হবে এবং জনঅংশগ্রহন ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে।তিনি আরো বলেন সাব কনট্রাকটর দিয়ে কাজ করলে উক্ত কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়না।তিনি আরো বলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা এলাকায় থেকে উক্ত কাজের তদারকি করতে হবে।
মহিলা ভাইচ চেয়ারম্যান জনাব মেহেরুন্নিচা খানম বলেন, বেড়িবাধেঁর উচ্চতা বাড়াতে হবে। উচ্চতা কম হওয়ার ফলে সাইক্লোনের প্রভাবে বাধঁ প্লাবিত হয়ে বাধঁ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
গনমাধ্যম কর্মী জনাব হাসান কুতুবী বলেন, পানি উন্নয়ন কর্মকর্তা উপজেলা আসেনা। যার ফলে কোন তথ্য আমার পাইনা। তিনি আরো বলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে কোন কাজে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

কুতুবদিয়া সমিতি, কুতুবদিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব আ ন ম শাহিদউদ্দিন ছোটন বলেন, কর্মসৃজন কর্মসুচির মাধ্যমে বেড়িবাধঁ নির্মান করলে টেকস্ই বেড়িবাধঁ নির্মান হবে। তিনি আরো তথ্য দেন আগামী ২৫ বছর (প্রায় ২০৪১ সাল) পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডে কোন উন্নয়ন বরাদ্ধ নাই। তিনি আরো বলেন প্রতিটি বেড়িবাধঁ উন্নয়ন প্রকল্পে প্যারাবন ব্যবস্থা বাখতে হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব নজরুল ইসলাম বলেন, বাস্তবতার নিরিকে প্রতিটি বেড়িবাধঁ উচু করা হবে। নতুন করে ১৩ কি:মি বেড়িবাধেঁর কাজ নৌ বাহিনী দ্বারা বাস্তবায়িত করা হবে।

কুতুবদিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন প্রকল্প এলাকায় অবশ্যই প্রকল্পের কাজের বিবরন সহ একটা সাইনবোর্ড থাকতে হবে । এছাড়াও তিনি আয়োজককারীদের বলেন রেরী বাধেঁর সাথে ন্যাচারাল ব্যারিয়ার (ইক্যু ইঞ্জিনিয়ারিং) তৈরী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য , সেই সাথে টেকসই বেরী বাধেঁর জন্য নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বলেন ।

বার্তা প্রেরক
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১
জিয়াউল করিম ঝন্টু , মোবাইল ; ১০৭১৩৩২৮৮২৪